দৈনিক

10 FEB 2015

# টেকনাফে ২৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি সংকট

■ টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

সীমান্ত উপজেলা টেকনাফে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানির ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপেয় এবং ব্যবহার্য পানির বন্দোবস্ত না থাকায় শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা নিরুপায় হয়ে পুকুরের পানি পান করছে।

> পানির উৎস না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে খাবার ও ব্যবহারের পানির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে গভীর নলকূপ বা পানির উৎসের ব্যবস্থা করতে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন

এছাড়া উপজেলার কিছু কিছু স্কুলে ব্যবহার্য পানির ব্যবস্থা থাকলেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে খাবার পানির ব্যবস্থা নেই বলে স্কুল সূত্র জানায়। জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে অগভীর নলকূপ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। সে সময়ে প্রকৃতিগতভাবে ওইসব প্রতিষ্ঠান এলাকায় পানি পাওয়া যায়নি। পানির উৎস না থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে খাবার ও ব্যবহারের পানির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে গভীর নলকূপ বা পানির উৎসর ব্যবস্থা করতে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

রঙ্গিখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তাহেরা পারভীন বলেন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় ছাত্র/ছাত্রীরা পাশের পুকুর থেকে এনে নিরুপায় হয়ে পান করছেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক জানিয়ে এই প্রধান শিক্ষিকা আরো বলেন, গভীর নলকূপ স্থাপন না হলে শিক্ষার্থীদের পানি পানের সমস্যা লেগেই থাকবে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) আশীষ বোস বলেন, নলকূপবিহীন বিদ্যালয়ের তথ্য সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দেয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শফিউল আলম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানির সংকট নিরসনে শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।